দৈনিক জনকণ্ঠ

36

FEB 07 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ ॥ ৩ আওয়ামী নেতার মদদে চলছে ৩ গ্রুপ, দেদারসে দলে ঢুকছে সন্ত্রাসীরা

মোয়াজ্জেমুল হক, *চট্টগ্রাম অফিস*

টানা দীর্ঘ ১১ বছর চট্টগ্রামে শাসক দলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ছাত্র নামধারী মস্তান ও পেশীশক্তির হাতে জিম্মি হয়ে আছে। অভিভাবক সংগঠন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে বিগত দিনের চরম অন্তর্কোন্দলে ছাত্রলীগ বহুধাবিভক্ত হয়ে বর্তমানে তিন গ্রুপে স্থিতি পেয়েছে। আওয়ামী লীগের আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু গ্রুপ ও এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী গ্রুপ বর্তমানে এক হয়ে কাজ করলেও ছাত্রলীগের কোন্দলের অবসান হয়নি। আওয়ামী লীগের উৎসাহী নেতারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগ নিলেও অদৃশ্য শক্তির কারণে তা কখনও সফল হতে পারেনি। হাল নাগাদ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের রয়েছে ৩টি গ্রুপ। এ তিন গ্রুপের প্রতি পৃথক

নেপথ্য কাহিনী-১

পৃথকভাবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে শ্রমমন্ত্রী এমএ মান্নান, পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ও মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী। ছাত্রলীগের এ তিনটি গ্রুপে বর্তমানে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ মিছিল, আর ছাত্রলীগের স্বাগত সমাবেশ, শোভাযাত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ মহান একুশের বইমেলা উদ্বোধন উপলক্ষে রবিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা একাডেমীতে আগমনের প্রতিবাদ ও জননিরাপত্তা আইন বাতিলের দাবিতে ছাত্রদল মুখে কালোব্যাজ ধারণ করে মিছিল-সমাবেশ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল-সমাবেশ করেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী গতকাল বিকাল তিনটায় (প্রধানমন্ত্রীর আগমনের সময়)

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল কর্মীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে —জনকণ্ঠ

চট্টগ্রাম ছাত্রলীগ

(প্রথম পাতার পর)

অছাত্র সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য নজিরবিহীন। চট্টগ্রামের সচেতন যে কোন নাগরিককে যদি প্রশ্ন করা হয়, এ শহরে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিতে কারা শীর্ষে? উত্তর আসবে একটিই। আর তা হচ্ছে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রামে পুলিশের হাতে সন্ত্রাসী ধরা পড়লে বা অভিযান চালিয়ে তালিকাভুক্ত অপরাধী গ্রেফতার করা হলে বিবৃতি আসে 'অমুক ছাত্রলীগ নেতার মুক্তি চাই'। আবার কিছুদিন পর জেল থেকে ছাড়া পেলে জেলগেটে কারামুক্ত ছাত্রলীগ নেতা হিসাবে সংবর্ধনাও হয়। এমনও দেখা গেছে, এসব সন্ত্রাসীর কারও কারও সংবর্ধনায় অতীতে মন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা প্রধান অতিথি হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত ঐ সন্ত্রাসীর গুণগান গেয়ে নিজ নিজ অবস্থানকে সংহত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, ছাত্রলীগের ব্যানারে থেকে সন্ত্রাসীদের অনেকেই গড়ে তুলেছে বিত্তের পাহাড়। মোবাইল ফোন বা লেটেস্ট মডেলের সিডান কার এদের কাছে নস্যি। মোবাইল ফোন তো সন্ত্রাসীদের অনুগতদের মাঝেও বিতরণ করা আছে। নগরীর দেয়ালে দেয়ালে এ ধরনের অনেক সন্ত্রাসীর নামে সুন্দর সুন্দর শ্লোগান খচিত আছে। যা যাত্রাপথে মানুষের নজর কাড়ে।

চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এছাড়া অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রয়েছে শীর্ষে। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়াও রাজনীতিতেও এ শহরের ভূমিকা ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। ইতিহাসে এ নগরীকে বিপ্লব তীর্থ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সংগঠনের চট্টগ্রামে এমন বেহাল অবস্থার কথা আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড পর্যন্ত সর্বজনবিদিত। বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লালদীঘি মাঠে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের মাঝখানে পড়ে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। '৯৩ সালের ২৪ জানুয়ারি সংঘটিত এ ঘটনায় শেষ পর্যন্ত পুলিশী হস্তক্ষেপে শেখ হাসিনা উদ্ধার হন অক্ষত অবস্থায়।

দীর্ঘ সময় পর হলেও শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো চট্টগ্রামেও ছাত্রলীগের বিভক্তি অবসানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটি দল বর্তমানে চট্টগ্রামে সাংগঠনিক সফরে রয়েছেন। গত শনিবার এ দলটির পক্ষে কোন্দল অবসানের একটি প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। এতে মূল প্রতিবন্ধকতা এসেছে দলের স্থানীয় শীর্ষ দু'নেতার কাছ থেকে। অজ্ঞাত কারণে তাঁদের সবুজ সঙ্কেত না পেয়ে ছাত্রলীগ নেতারা আপাতত রণেভঙ্গ দিয়েছেন সমঝোতার প্রক্রিয়া থেকে। তবে তাঁরা একেবারে হতাশ না হয়ে হাত দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের গ্রুপিংয়ের অবসান ঘটাতে। রবিবার তাঁরা এ কাজে বেশ সফলতাও লাভ করেছেন বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের গ্রুপিং, সশস্ত্র অবস্থান, নানা অপকর্ম, অছাত্রদের হাতে ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মী বাহিনী জিম্মি হয়ে থাকা ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে নানা তথ্য, নেতাদের ব্যক্তি আধিপত্য বিস্তারের লড়াই, সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়া ও অর্থের পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্ন বিষয়।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ওপর আওয়ামী লীগের এককভাবে নিয়ন্ত্রণ নেই। এ সংগঠনটির নগর শাখার কোন কমিটিও নেই। যার যখন খুশি নিজেদের ছাত্রলীগ নেতা দাবি করে মাঠে নামছে, সভা করছে, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে। গ্রুপভিত্তিক এসব উপদলের পিছনে আওয়ামী লীগ দলীয় শীর্ষ নেতাদের ইন্ধন রয়েছে সরাসরি। মূলত ১৯৮৫ সালে নগর ছাত্রলীগের কাউন্সিলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাচ্চু-বাচ্চু কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে কেন্দ্র থেকে একটি এডহক কমিটি গঠনের পর পরই বিরোধ জন্ম নিয়ে তা প্রকাশ্যে চলে আসে।